



49004 - কাযা (নয়িতা) ও তাকদীর (ভাগ্যের) ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত আকীদা

প্রশ্ন

নয়িতা ও ভাগ্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি আমার কাছে স্পষ্ট করবেন? এ ব্যাপারে আমার কোন বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

- ১- আহলুস সুন্নাহর কাছে কাযা ও তাকদীর হচ্ছে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে এই জগতে যা কিছু হচ্ছে, সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তাকদীরের উপর ঈমান আনা ঈমানের ষষ্ঠ রকন। এর উপর ঈমান ছাড়া কোনো ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ হবে না।
 - ২- ভাগ্য ও নয়তির উপর ঈমান আনার চারটি স্তর রয়েছে। জ্ঞানের স্তর, লেখার স্তর, ইচ্ছার স্তর এবং সৃষ্টির স্তর।
 - ৩- ভাগ্য ও নয়তির উপর ঈমান আনার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে: বান্দার নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার আছে যার দ্বারা তার কাজগুলো সম্পাদিত হয়। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্রমতার বাইরে নয়। তিনি বান্দাকে এটি দিয়েছেন এবং তাকে পার্থক্য করা ও বাছাই করার সক্ষমতা দিয়েছেন।
- তাকদীর হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে তাঁর গোপন রহস্য। তিনি আমাদের কাছে যা উন্মোচন করছেন তা আমরা জানি এবং সটোর প্রতি আমরা ঈমান আনি। আর যা আমাদের কাছে অজানা রয়েছে তা আমরা মনে নই এবং তার প্রতিও আমরা ঈমান আনি। মহান আল্লাহর জন্যই পরপূর্ণ প্রজ্ঞা এবং সৃষ্টি ও নির্দেশে তাঁরই।

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাযা (নয়িতা) ও তাকদীর (ভাগ্য)-র ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হতে পারে। তবে আমরা উপকারের বিবেচনা থেকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংক্ষিপ্তসার দিয়ে শুরু করছি। তারপর এই স্থানকে উপযুক্ত কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করব। আমরা আল্লাহর কাছে উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা দোয়া করছি।

কাযা ও তাকদীরের স্বরূপ

জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দান করুন), ভাগ্যের উপর ঈমান আনার অর্থ এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে এ জগতে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত।

তাকদীরে ঈমান আনা ঈমানের রকোনসমূহের মাঝে ষষ্ঠ রকোন। এতে ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পূর্ণ হবো না। সহি মুসলমি (৮) আছে: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা শুনতে পারেনে কিছু মানুষ তাকদীরকে অস্বীকার করছে। তিনি বললেন: ‘তুমি যদি এদের সাক্ষাৎ পাও তাহলে বলে দিও যে আমি তাদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমার থেকে মুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর যার নামে শপথ করে (অর্থাত্ আল্লাহর নামে) তাঁর শপথ, যদি তাদের কারো কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত এবং সে ওটাকে দান করত, তবুও আল্লাহ তার থেকে সটেকিবুল করতেন না; যতক্ষণ না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনবে।’

তারপর জনে রাখুন যে তাকদীরের প্রতি ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবো না যতক্ষণ না তাকদীরের চারটি স্তরের প্রতি ঈমান আনেন:

১- এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ অনাদিকাল থেকে ঘটমান সকল কিছু সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে জানেন। আসমানে ও যমীনে শস্য দানা পরিমাণ কোনো কিছু তার অগোচরে নেই।

২- এই বিশ্বাস করা যে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল কিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।

৩- আল্লাহর কার্যকর ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী ক্ষমতায় বিশ্বাস করা। এই জগতে কোনো ভালো বা মন্দ নেই যা তার ইচ্ছার বাইরে হয়।

৪- এই বিশ্বাস করা যে জগতের সকল কিছু তার সৃষ্টি। তিনি সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা এবং তাদের গুণাবলি ও কর্মগুলোরও স্রষ্টা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** “তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই; সকল কিছুর স্রষ্টা।” [সূরা আনআম: ১০২]

তাকদীরের উপর ঈমান আনার ফলাফল

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে এই বিশ্বাস আনা যে:

- বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এবং বাছাই করার সক্ষমতা রয়েছে। এর মাধ্যমে তার কাজগুলো বাস্তবায়িত হয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: **لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ** “তোমাদের মাঝে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য” [সূরা তাকভীর: ২৮] **لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেন না।” [সূরা বাকার (২৮৬)]
- বান্দার ইচ্ছা ও সক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও সক্ষমতার বাইরে নয়। তিনিই বান্দাকে এই ইচ্ছা ও সক্ষমতা দিয়েছেন।

তাকে পার্থক্য করা ও বাছাই করার ক্ষমতাবান করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ** **الْعَالَمِينَ** “আর বশ্বিজগতেরে প্রভু আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।” [সূরা তাকভীর: ২৯]

- তাকদীর হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে তাঁর গোপন রহস্য। তিনি আমাদের কাছে যা স্পষ্ট করছেন তা আমরা জানি এবং তার প্রতি আমরা ঈমান আনি। আর যা আমাদের কাছে অজানা রয়েছে তা আমরা মনে নই এবং তার প্রতিও আমরা ঈমান আনি। আমরা আমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দুর্বল বোধশক্তি দিয়ে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও বধিানাবলীর উপরে আপত্তি করব না। বরং আমরা আল্লাহর পূর্ণ ইনসাফ ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাস করব। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না। তিনি কতই না পবিত্র ও প্রশংসিত।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেককার সালাফের সংক্ষিপ্ত আকীদা এটাই। আমরা নচি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পশে করব। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সক্ষমতা প্রার্থনা করছি:

কাযা ও তাকদীরের পরিচিতি এবং এই দু'টির মাঝে পার্থক্য

আভধানকি অর্থ কাযা হচ্ছে কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করা ও পরিপূর্ণ করা। অন্যদিকে তাকদীরের শাব্দকি অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা।

তাকদীর হচ্ছে: আদিকালে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সকল কিছুর নির্ধারণ, সবকিছু যে নির্ধারণের সময়ে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঘটবে তাঁর সেই জ্ঞান, তিনি স্টে লিখি রাখা, স্টোর প্রতি তাঁর ইচ্ছা, তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী বাস্তবে সেগুলো ঘটা এবং সেগুলোকে তাঁর সৃষ্টি করা।

আলমেদের মাঝে কটে কটে কাযা ও তাকদীরের মধ্যে পার্থক্য করছেন। তবে সম্ভবতঃ সঠিক মত হচ্ছে এই দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নই। একটি অন্যটির অর্থবোধক। কুরআন-সুন্নাহতে এই দুটো ভিন্ন অর্থবোধক হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নই। এ ব্যাপারে আলমেরা একমত যে একটি অন্যটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাকদীর শব্দটি কুরআন-সুন্নাহর দলিলে বেশি পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, যে দলিলগুলো এই রকমের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যিকতা প্রমাণ করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইসলামে কাযা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা

কাযা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান হচ্ছে ঈমানের ষষ্ঠ স্তম্ভের অন্যতম, যার কথা রাসূল সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। যখন জবিরীল আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন তখন তিনি বলেছিলেন:

“আল্লাহ, তাঁর ফরেশেতাগণ, তাঁর কতিবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষে দবিস এবং ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর ঈমান

আনা।”[হাদীসটি মুসলিমি (৮) বর্ণনা করেন]

তাকদীরের কথা কুরআনে উদ্ভূত হয়েছে, যখনে আল্লাহ বলছেন: **إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** “আমি প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি করছি।”[সূরা কামার: ৪৯] তিনি আরো বলছেন: **وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَفْدُورًا** “আল্লাহর আদর্শটি বস্তু সুনির্ধারিত।”[সূরা আহযাব: ৩৮]

তাকদীরের উপর ঈমান আনার স্তরসমূহ

জনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তার সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক দান করুন) যে তাকদীরের উপর ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পাবে না যতক্ষণ না আপনি এই চারটি স্তরের প্রতি ঈমান আনবেন, সেগুলো হচ্ছে:

১- জ্ঞানের স্তর: সটেই হচ্ছে এই ঈমান রাখা যে আল্লাহর জ্ঞান সকল কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছে। আসমানসমূহ ও যমীনে একটি শিশু দানা পরিমাণ বস্তুও তার অগোচরে নেই। আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগাই তাদরে ব্যাপারে জানতেন। আল্লাহ স্বীয় প্রাচীন জ্ঞান দিয়ে জানতেন তারা কী করবে। এর সপক্ষে প্রমাণ অগণিত; তন্মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বাণী: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** “তিনিহি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান (সকল) বস্তু সম্পর্কে জানেন। তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।”[সূরা হাশ্ব: ২২] এছাড়াও তার বাণী: **وَأَنَّ اللَّهَ فَذُو أَحَاطَ** “আল্লাহ সব কিছুকে তার জ্ঞান দিয়ে ব্যাপ্ত করেছেন।”[সূরা ত্বালাক: ১২]

২- লখিনীর স্তর: সটেই হচ্ছে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ লাওহে মাহফুযে সকল সৃষ্টির তাকদীর লিখে রেখেছেন। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ** “তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তা তো একটি কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) লিখিত আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।”[সূরা হজ্জ: ৭০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন।”[মুসলিমি (২৬৫৩) বর্ণনা বর্ণনা করেছেন]

৩- ইচ্ছার স্তর: সটেই হচ্ছে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে এই জগতে যা কিছু ঘটবে তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটবে। তিনি যা চান তা ঘটবে। আর যা চান না তা ঘটবে না। কোনও কিছুই তার ইচ্ছার বাইরে নয়।

এর দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: **وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** “কোনও ব্যাপারে বলবে না: ‘আমি এটা আগামীকাল করব।’ ‘আল্লাহ চাইলে’ বলা ছাড়া।”[সূরা কাহফ: ২৩-২৪] এছাড়াও তার বাণী: **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ** “আর বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।”[সূরা তাকভীর: ২৯]

৪- সৃষ্টির স্তর: সটে হচ্ছে এই বশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ সকল কছির স্রষ্টি। এই সমস্ত সৃষ্টির মাঝে বান্দার কর্মও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই জগতে এমন কছির ঘটনা যা তিনি সৃষ্টি করেননি। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** “আল্লাহ সকল কছির স্রষ্টি।” [সূরা যুমার: ৬২] তিনি আরো বলছেন: **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ** “আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে কর্ম করো তাও (তিনি সৃষ্টি করেছেন)।” [সূরা সাফাত: ৯৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যকে নরিমাতা ও তার নরিমাণরে স্রষ্টি।” [বর্ণনাটি ইমাম বুখারী তার ‘খালকু আফ’আললি ইবাদ (২৫), ইবনু আবী আসমি তার ‘আস-সুননাহ’ (২৫৭) ও (৩৫৮)-তে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী ‘সহহিহ’ গ্রন্থে (১৬৩৭) এটিকে সহহি বলে গণ্য করেছেন]

শাইখ ইবনে সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহ যমেনভাবে তাদরেকে (মানুষদেরকে) সৃষ্টি করেছেন তমেনভাবে তারা যা দিয়ে তাদরে কাজগুলো করে (তথা ক্ষমতা ও ইচ্ছা) সটোকো তনি সৃষ্টি করেছেন। তারপর তারা নানান কাজ করে, যগুলোর মাঝে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কথিবা অবাধ্যতার কাজ। এগুলো তারা তাদরে শক্তি ও ইচ্ছার মাধ্যমই করে থাকে যে দুটিকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।” [আদ-দুররাতুল বাহয়্যা শারহুল কাসদি আত-তাঈয়্যা: (পৃ. ১৮) থেকে সমাপ্ত]

কাযা ও তাকদীররে বযিয়ে ববিকে-বুদ্ধি খাটানোর ব্যাপারে সতর্কতা

কাযা ও তাকদীর হচ্ছে আল্লাহ তাআলার উপর সঠিকভাবে ঈমান আনার প্রকৃত মানদণ্ড। মানুষরে জন্ম তাদরে রবকে চনোর ক্ষত্রে এটি এক কঠনি পরীক্ষা। এটি জানার ফলে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ও সত্য একীন আসে এবং তাঁর জন্ম যে সমস্ত পূর্ণতা ও মাহাত্মযরে গুণাবলি অনবিার্য সগুলোর উপরও একীন স্থাপতি হয়। কারণ কটে যদি নিজরে সীমতি ববিকে-বুদ্ধিকে লাগামহীন করে ছড়ে দেয় তাহলে তাকদীররে ব্যাপারে বহু প্রশ্ন এসে হাজরি হয়। তাকদীর সম্পর্কে বহু মতভদে দখো গয়িছে। মানুষজন তাকদীর সম্পর্কে বর্ণতি আযাতসমূহরে ব্যাপারে তরক-বতিরক ও ব্যাখ্যা প্রদানে অনকে কথা বলছে। বরং ইসলামরে শতবুরা যুগে যুগে তাকদীররে মাধ্যমই মুসলমিদরে আকীদায় সংশয় তরৈ করছে। ফলে এমন হয়ছে যে সঠিক ঈমান এবং অকাট্য দৃঢ় বশ্বাস কবেল ঐ ব্যক্তরিই আছে যে আল্লাহকে তাঁর উত্তম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলি দিয়ে চনিছে, আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করেছে, মনকে প্রশান্ত রেখেছে এবং রবরে উপর ভরসা করেছে। সংশয়-সন্দেহে তার মনে জায়গা করে নতি পারে না। আর এটি নিঃসন্দেহে অন্যান্য রোকনরে তুলনায় এই রোকনরে উপর ঈমান আনার গুরুত্বরে সবচেয়ে বড় দলীল। এতে প্রমাণতি হয় যে মানুষরে ববিকে-বুদ্ধি স্বতন্ত্রভাবে তাকদীর সম্পর্কে জানতে পারে না।

তাকদীর হলো সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর গোপন রহস্য। তিনি তাঁর কতিবে কথিবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বচনে আমাদরে কাছে যা উন্মোচন করেছেন তা আমরা জেনেছি এবং সটোর প্রতি ঈমান এনছি। আর তিনি যে ব্যাপারে নীরব থেকেছেন সটোর প্রতিও আমরা ঈমান এনছি এবং তাঁর পূর্ণ ন্যায় ও গভীর প্রজ্ঞার প্রতিও ঈমান এনছি। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসতি হন না; আর তারা (বান্দারা) জিজ্ঞাসতি হয়।



আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞঃ। আল্লাহর দরূদ, সালাম ও বরকত তাঁর বান্দা ও নবী মুহাম্মাদরে উপর অবতীর্ণ হোক।

সূত্রাবলি:

১- হাফযে ইবনে আহমদ আল-হাকামী রচতি **أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة**

২- শাইখ ড. আব্দুর রহমান আল-মাহমুদ রচতি **القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة**

৩- শাইখ মুহাম্মাদ আল-হামাদ রচতি **الإيمان بالقضاء والقدر**

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।